কাইপাড়া গ্রামের কাহিনী

একসাথে কাজ করার সুবিধাগুলিকে সামনে থেকে দেখা, মাছচাষের জন্য স্বসাহায্যকারী দলের ফেডারেশন তৈরী হওয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে একটি মৎস সেবাকেন্দ্র ।

লেখক:- গ্রাহাম হেলর, সত্যেন্দ্র ডি ত্রিপাঠি, উইলিয়াম স্যাভেজ— কুদ্দুস আনসারী, গৌতম দত্ত এবং এস. এল. যাদবের সহযোগিতায়।

অভাবে থাকা উৎসাহি ও বুদ্ধিমান লোকেরা নিজেদের ভবিষৎ সুরক্ষিত করার চিন্তা শুরু করেছে।

বিশ্বের সর্বাধিক আদিবাসী জনজাতির জায়গা হচ্ছে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের সংবিধান অনুযায়ী এদের বলা হয় অনুসূচিত জনজাতি, কখনও এদের আদিবাসীও বলা হয় (যাযাবর, কিছুটা অষ্ট্রেলিয়ার 'এব্যোর্জিনাল' জাতির মতো), ও অনুসূচিত জাতি এবং (প্রশাসনীয় কাজের জন্য) অন্যদের বলা হয় অনুন্নত শ্রেণী। গ্রামাঞ্চলের এইসব জনজাতির উন্নতির স্বার্থে কিছুদিন আগে থেকে আলোকপাত করা হচ্ছে, সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাবহারের সাহায্যে। কিছু প্রকল্প তৈরী করা হয়েছে তাদের উন্নতির জন্য। অনেকেই মনে করে, এইসব প্রকল্প উন্নতির ক্ষেত্রে সীমিতভাবে কাজ করে। তবুও পশ্চিমবাংলার এক গ্রামাঞ্চলে নিজেদের কর্মক্ষমতার পরিবর্তনের এক দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতে চলেছে, অভাবে থাকা কিছু উৎসাহি ও বুদ্ধিমান লোকেরা নিজেদের ভবিষৎ সুরক্ষিত করার চিন্তা শুরু করেছে। সীমিত চাষের জমি ও বনসম্পদের জন্য অনেকেই এখন গ্রামের বর্ষাকালের জলভরা পুকুরের উপযোগিতার উপর দৃষ্টিপাত করছে যার ফলে তাদেরকে আর গ্রাম ছেড়ে বাইরে দিনমজুরীর কাজে যেতে হবে না। মাছচাষীরা একসাথে হয়ে তাদের পূর্বের সীমিত মাছচাষের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি ফেডারেশন তৈরী করলো। তাদের কার্য্যকুশলতা তাদের বিভিন্ন দরকারী জিনিষের যোগান দিল এবং নীতি পরিবর্ত্তনেও একটি মূখ্য ভূমিকা নিল এবং যা জীবিকা নির্বাহনেও সাহায্যকারী হলো।

কাইপাড়া গ্রামের সত্য কাহিনী

পশ্চিমবাংলার পুরুলিয়া জেলার বড়বাজার ব্লকের একটি গ্রাম হচ্ছে কাইপাড়া, এটি পুরুলিয়ার প্রায় ৩৪ কি:মি: দক্ষিণে এবং বড়বাজারের ২৪ কি:মি: উত্তরপূর্ব দিকে অবস্থিত। বড়বাজার—পুরুলিয়ার বড় রাস্তার থেকে প্রায় ১৫ কি:মি: দূরে অবস্থিত এই গ্রাম।

কাইপাড়া গ্রাম, পশ্চিম বাংলা

কাইপাড়াতে ২০০টি ঘরে প্রায় ১২০০ লোকের বসবাস, এবং আরো ৮০টি ঘর অবস্থিত নিকটবর্ত্তী খ্যামারটাঁড় এবং গানসাইপুয়া-টোলা। মাহাতো, ওঁরাও, রুহিদাস, সহিস এবং কালিন্দী পরিবারের বসবাস এই গ্রামে। অক্টোবরের শেষের দিকে আমরা যখন এই গ্রামে গিয়েছিলাম, বর্ষার শেষে রাস্তায় কাদা থাকলেও পুকুরগুলি ছিল জলভর্তি।

খারাপ স্বাস্থ্য, সীমিত শিক্ষা, কম সুযোগ

কাইপাড়ার বেশীরভাগ লোকেদেরই পড়াশুনার স্তরটা কম, বর্তমানে ছেলেদের মধ্যে অর্ধেক লোকেরা পড়তে পারে (আগে যেটা ছিল ৪০ শতাংশ), যদিও মেয়েদের ক্ষেত্রে সেটা এক তৃতীয়াংশের কম (আগে যেটা ছিল ১২ শতাংশ)। এখানকার লোকেরা প্রায়ই বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যায় জর্জরিত ছিল—যেমন কুপোষণ, ডাইরিয়া, চর্মরোগ, ম্যালেরিয়া এবং রক্তাপ্লতা (বিশেষ করে স্ত্রীলোকদের)। অনেক বছর ধরে, যেসব পরিবার নিজেদের জন্য যথেষ্ট খাদ্যশষ্য তৈরী করতে পারতো না (প্রায় ৭৫ শতাংশ গ্রামবাসী) তাদের কাছে দুটো উপায় ছিল। প্রথমত: সবকিছু দিক থেকে নিরাশ হয়ে তারা প্রায় ৫০ প্রতিশত সুদে দুই থেকে ছয় মাসের জন্য স্থানীয় দাদানদের কাছ থেকে চাল ধার নিত অথবা দিন মজুরীর জন্য গ্রাম ছেড়ে বাইরে যেত। প্রায়শই দেখা যায় পূর্ব ভারতে দিন মজুরেরা নিজেদের কাজ অনুযায়ী বেতন পায় না।

সমস্যার সমাধানের জন্য দলবদ্ধ হওয়া

দলের লোকেদের সাথে শ্রী এস. এল. যাদব এবং শ্রী জী. দত্ত

জাবরা গ্রামের মতন, কাইপাড়া গ্রামের জন্য ১৯৯০ তে হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার কার্পোরেশন দ্বারা একটি প্রকল্প পেশ করা হয়েছিল। তারপরে ১৯৯৫ তে ক্রিবকো, ডি.এফ.আই.ডির সাথে মিলে গ্রামের লোকেদের দলবদ্ধ করে ইন্ডিয়া রেনফেড ফার্মিং প্রজেক্টের মাধ্যমে কাজ করতে উৎসাহিত করলো। এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় ''সমাজিক সম্পদের গঠন'' যাতে সমাজের প্রত্যেককে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়, লোকেদের মনে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়, দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়। এই মহান কাজের অন্যতম অংশীদার ছিল শ্রী এস.কে.মহাপাত্র এবং শ্রী গৌতম দত্ত।

সমস্যার দৃষ্টান্তমূলক সমাধান প্রয়োজন

যেহেতু শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের পরিসীমা সীমিত, তাই কিছু সমস্যার সমাধান জরুরী এবং স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারও দরকার জীবিকা নির্বাহনের জন্য। কাইপাড়াতে মাত্র ১৫০ একর চাষের জমি আছে এবং কাছাকাছি কোন বনসম্পদ নেই। ফসলে কীট এবং রোগের প্রকোপ সর্বদাই লেগে থাকে এবং কখনও কখনও তা বড় ক্ষতির পরিমাণ হয়ে দাড়ায়। যেমন পরপর দুবছরে বেগুন এবং টমেটোর চাষে ভাইরাল রোগের প্রভাবে ক্ষতির জন্য লোকেরা এর চাষ করতে চায় না। ধান চাষে, পাতা পুড়ে যাওয়া রোগ একটি বড় সমস্যা এবং কান্ডে গর্ত হওয়া ধান রোগ এবং ছোলায় গর্ত রোগের প্রভাব এই অঞ্চলেও বেশী।

কাইপাড়া গ্রামের সব পালিত পশুই ভারতীয় বংশভূত এবং এদের দেখাশুনার পিছনে অত্যন্ত

কম পয়সা খরচা করা হয়। পশুদের খাদ্য সামগ্রীর জন্য যা যা দরকার তা বছরে একবার সংগ্রহ করে রাখা হয়। পশু স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বর্ষাকালে বেশী দেখা যায়, যদিও রোগ এবং মৃত্যু সারা বছরই লেগে থাকে যেটা মহামারীর সময় বেড়ে যায়। এই সকল গ্রামবাসীদের কাছে স্থানীয় রাজ্যস্তরীয় পশুচিকিৎসালয়ের ব্যাবহার সীমিত, সেইজন্য যদিও পশুধন একটি প্রমূখ্য নিবেশ, তার ফলে এই লোকসান তাদের জীবিকার উপরে একটি বড় প্রভাব ফেলে।

কাইপাড়া গ্রাম, পশ্চিম বাংলা

এই এলাকায় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১২০০ মি:মি:– চার মাস (জুন-সেপ্টেম্বর)– যদিও বছর বছর তাতে তফাৎ দেখা যায় ফলে প্রতি চারবছর অন্তর খরার সম্মুখীন হতে হয়। বিগত ১৯৮৮ এবং ১৯৯৩তে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, যখন উঁচুজমির ফসল বেশীরভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

সম্পদের বহুরূপী ব্যবহার এবং পরিবর্তনের জন্য একটি উপায়ের খোঁজ

কাইপাড়া গ্রামে সব সম্পদেরই প্রায় বহুরূপী ব্যবহার করা যায়, যেমন উদাহরণস্বরূপ পশুধন এবং পুকুর। গরু এবং মহিষ চাষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, গোবর থেকে সার তৈরী হয়, দুধ পাওয়া যায় এবং দরকারের সময় লোকেরা এটাকে তাৎক্ষণিক বেচে দুপয়সা রোজগার করে। ছাগলের মাংস অনেকসময় খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিন্তু মুরগীর মাংসর ব্যাবহার বেশী।

পুকুর তৈরী করা হয় জল ধরে রাখার জন্য, যা জলের অনিয়মিত সরবরাহের সময় অথবা জল কম পড়লে কাজে লাগে। এই গ্রামের আশেপাশে এবং মধ্যে ছোট-ছোট ৩৬টি পুকুর আছে। এই পুকুর যা এখন মাছচাষের জন্য ব্যবহার করা হয় তাতে বৃষ্টির জল ধরে রেখে চাষ, স্নান এবং গরু মহিষের চানের জন্য ব্যবহার করা হয়।

পরস্পর জড়িত বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে কোন একটি সমাধানের উপায় খোঁজা একটি মুশকিল কাজ। কিছু কিছু ফসলের চাষ লাভদায়ক যেমন বিউলির ডাল, রবি ফসল। তবে সবচেয়ে লাভদায়ক ব্যবসা হচ্ছে মাছ চাষ যার সাহায্যে স্ব-সাহায্যকারী দলগুলি লাভবান হয়েছে। যদিও এই সব বেশীরভাগ পুকুর বর্ষার জলে ভরে তবুও কাইপাড়া গ্রামের উদ্যোগী লোকেদের প্রচেষ্টায় এই সম্পদের সঠিক ব্যবহারের দ্বারা লাভজনক ব্যবসা এবং ভালো পোষণের ব্যবস্থা হয়েছে।

কেন মাছচাষ একটি লোকপ্রিয় লাভদায়ক জীবিকা নির্বাহনের উপায়

আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিই, যা আমাদের পারিপার্শিক অবস্থার

দ্বারা প্রভাবিত থাকে এবং প্রত্যেকেরেই পছন্দ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা একে অপরের থেকে ভিন্ন হয়। যাইহোক প: বাংলা এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যে মাছচাষ একটি লোকপ্রিয় লাভদায়ক জীবিকা নির্বাহনের উপায় হচ্ছে প্রধানত: তিনটি কারণে। প্রথমত: যারা খাদ্য উৎপাদক তাদের কাছে খাদ্যের ভাণ্ডার বেশী থাকে যারা খাদ্য সামগ্রীর ক্রেতা তাদের অপেক্ষায়। কাইপাড়া গ্রামের বেশীর ভাগ লোকই কখনও না কখনও কঠিন দু:খদায়ক পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছে, যাতে তাদের নিজেদের খাদ্য ভাণ্ডার মজুত করতে ঋণ নিতে হয়েছে অথবা দিন মজুরী করতে হয়েছে।

কাইপাড়া গ্রামের চারাপোনার পুকুরে জাল ফেলা

জীবিকা নির্বাহের উপায়ে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা একটি লোকপ্রিয় উপায়। স্বাধীনতার আগে দুর্ভিক্ষার সময় লাখ লাখ লোক মারা গেছিল প্রধানত: গরীব শ্রেণীর লোকেরা খাদ্যের অভাবে। খাদ্যের ভাণ্ডার মজুত করাই খাদ্য উৎপাদনের প্রমূখ্য কারণ এবং এই দুইয়েরই সাহায্যে জীবিকা নির্বাহন এবং জীবনযাপন হয়।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ছোট পরিমাপে মাছচাষ সবসময়ে লাভবান হয়। ডি এফ আই ডি- এন আর এস পি দ্বারা ছোট পরিমাপের মাছচাষের জন্য প: বাংলার কাইপাড়া গ্রামের স্ব সাহায্যকারী বিভিন্ন দলকে সাহায্য করা হচ্ছে যার মধ্যে মহিলা স্ব-সাহায্যকারী দলও অন্তর্ভূক্ত। যেমন বামু মহিলা সমিতি, খ্যামার টাঁড় মহিলা সমিতি এবং পুরুষ বর্গে আছে খ্যামার টাঁড় নবতরুণ সংঘ এবং কাইপাড়া নবযুব সংঘ। কৃষক এবং বৈজ্ঞানিক দুইপক্ষ খুশী তাদের কাজের পরিণাম দ্বারা। বর্ষার জলভরা পুকুরের মাছচাষের এই সাফল্যের গল্প চায়ের দোকানের আড্ডার মাধ্যমে এবং কৃষকদের দলবদ্ধ মিটিং এর সাহায্যে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো। ততধিক ভাবে, রিসার্চ কাজের প্রকাশনের সাহায্যে, শিক্ষার জগতে এইভাবে মৌসুমী পুকুরে মাচচাষের দ্বারা গরীব লোকেদের জীবিকার উন্নতির কথা জানানো গেল (একটি বিষয় যা সাধারনত: মৎসবিভাগের চোখে পড়েনি অথবা কোন সরকারী নীতি নেই এই বিষয়ে)।

তৃতীয় প্রধান কারণ হলো, মাছ একটি লোকপ্রিয় এবং প্রধান খাদ্যবস্তু। বাঙালীরা মাছ খেতে ভালোবাসে এবং পূর্বভারতে আদিবাসীদের মাছ এবং মাংস হচ্ছে প্রতিদিনের আহারের অঙ্গ। মাছচাষ একটি জীবিকা নির্বাহনের উপায় শুধু নয় বরং মাছ হচ্ছে খাদ্যে প্রোটিন সরবরাহের অঙ্গ, মাছের তেল এবং ভিটামিন উপকারী। মাছে সমস্তরকম প্রয়োজনীয় পৌষ্টিক আহারের উপাদান থাকে। মাছের প্রোটিনে থাকে লাইসিন, যা আমাদের সকলের আহারে প্রায়োজনীয় কিন্তু এটি অনান্য শাকাহারী খাদ্যে যেমন ভাত-ডালে এটি কম পরিমাণে থাকে। এর ফলে এটি একটি সাধারণ বিষয় যে বাঙালীর খাদ্য হচ্ছে মাছ-ভাত।

মাছচাষ করতে ইচ্ছুক কৃষকদের চাই কিছু সাহয্যকারী সেবা

যদিও মাছচাষ একটি লোকপ্রিয় এবং পৌষ্টিক জীবিকা নির্বাহনের উপায় এবং সফলতাও পাওয়া যায় যা খাদ্য ভাণ্ডার মজুত করতে সাহায্য করে তবুও কিছু কিছু জিনিষ প্রভাব ফেলে জলসম্পদকে মাছচাষের জন্য সঠিকভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে অনেকরকমের অংশীদারদের অংশগ্রহণের প্রয়োজন হয়।

কাইপাড়া গ্রামের অংশীদারদের চারাপোনার পুকুর

অবশ্যম্ভাবী ভাবে একটি পুকুরের মালিকানা থাকে (যার মধ্যে পড়ে সরকারী, গোষ্ঠী, ইচ্ছুক দল এবং ব্যাক্তিবিশেষ), জলের ব্যবহার মালিক ছাড়া অনান্য লোকেরাও করে, একটি পুকুরের ব্যবহার সাধারণত: সমাজের সবাই করে থাকে। পুকুরের ব্যবহারের স্বাধীনতা এবং ভাড়া দেবার অধিকার নিয়ে বিবাদ মাছচাষের ক্ষতি করে যা অনেকসময় বহুবছর ধরে চলে। সেইসব কৃষকেরা মাছচাষ করতে চায় তাদের বিভিন্নরকম সাহায্যের দরকার হয় যেমন কিভাখে আরো ভালোভাবে মাছচাষ করা যায়, কি কি জিনিষ দরকার মাছচাষ শুরু করার জন্য, টাকা, যখন কোন একটি কাজ ঠিকমতন তারা করতে পারছে না তখন সেই বিষয়ে সাহায্য। অনেক জেলায় আছে কিছু জানকার যারা এইসব বিষয়ে সাহায্য করে তাছাড়া আছে জেলা মৎস অধিকারী, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রবন্ধক এবং বন্ধু ও পরিবারবর্গ। সত্যিটা হচ্ছে, যে অনেক ছোট ছোট পুকুর আছে এবং অনেক অনুন্নতশ্রেণী আছে কিন্তু সাহায্য করার মতন লোক কিংবা সুযোগ ওদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না।

একটি ফলদায়ী পরিবর্তনের জন্য স্বসাহায্যকারী দলের ফেডারেশনের গঠন

বর্তমানে কাইপাড়া গ্রামের বিশেষ খবর, ওরা একটা ফেডারেশন তৈরী করেছে স্বসাহায্যকারী দলগুলি মিলে যাতে তারা নিজেদের এবং অপরের বিকাশের সহায়ক হচ্ছে। এটাই হচ্ছে এই গল্পের মূল কাঠামো।

কুদ্দুস আনসারী নিজের পরিবারের সাথে কাইপাড়ার কাছে খ্যামারটাঁড় গ্রামে থাকে। এবং তিনি খোয়াডি নব দীপ্তি সঙ্ঘ নামক স্বসাহায্যকারীর দলের জানকার। তিনি প্রথমে বর্ষার জলভরা পুকুরে মাছচাষ শুরু করবেন বলে ঠিক করলেন। তিনি শিখলেন কি করে মাছচাষ করা হয় এবং মাছচাষের জন্য সময় দিলেন এবং সবার সাথে মিলেমিশে কাজ করলেন। কুদ্দুস একজন উদীয়মান জানকার এবং সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করাতে পারে। যখন জি ভি টি নিজের কার্য্যক্ষেত্র বাড়ালো তখন অন্যান্য গ্রামে লোকেদের মাছচাষের ক্ষেত্রে প্রভাবিত করার জন্য কুদ্দুসকে ''এক্সটেনশন জানকার'' হিসাবে নিয়ে যাওয়া হলো। কুদ্দুস গ্রামে গ্রামে ঘুরে বুঝতে পারলেন যে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করলে বেশী লাভবান হওয়া যায়, সুতরাং স্বসাহায্যকারী দলগুলি সংগঠিত হলে

আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবে। কুদ্দুস স্বসাহায্যকারী দলদ্বারা ফেডারেশন তৈরী করে নিজের স্বপ্নকে বাস্তবিত করতে পারলো। জানুয়ারী ২০০৪এ, অনেক আলোচনা এবং কথাবার্তার পরে ৭০টি স্বসাহায্যকারী দল নিয়ে একটি ফেডারেশন তৈরী হলো। এখন এই ফেডারেশনে যুক্ত আছে ১৭৪ জন লোক এবং ৮৯০ জন স্ত্রীলোক যার মধ্যে ১৪টি স্বসাহায্যকারী

কুদ্দুস আনসারী ঝাড়খণ্ডের কার্য্যশালায়

দলের লোকজনের পরিস্থিতি হচ্ছে ''দরিদ্রতা সীমার নীচে''। ফেডারেশনের জেনারেল বডিতে আছে ৪০ জন সদস্য এবং ১১ জন নির্বাচিত দল চালানোর লোক। ফেব্রুয়ারীতে বাজরা ক্লাষ্টারে হওয়া কিষাণ মেলায় ফেডারেশনের ২০০ জন অংশগ্রহণ করেছিল এবং উদ্বোধনী সংগীত গেয়েছিল।

নীতি পরিবর্তনে নিজেদের বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে কৃষকদের

স্ট্রীম দ্বারা চালিত প্রকল্প যাতে ভারতে ''কৃষকদের বক্তব্যকে নীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া'' হচ্ছে সেখানে কুদ্দুস আনসারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কুদ্দুস আনসারী কৃষকদের কথাগুলি নীতি নির্ধারকদের কাছে তুলে ধরেছিল। ২০০৪ এ স্ট্রীম দ্বারা আয়োজিত ডি এফ আই ডি–এন আর এস পির কার্য্যশালায়, যেটি মৎসসেবাকেন্দ্র তৈরী করার প্রথম পদক্ষেপ ছিল, তাতে কুদ্দুস আনসারী নিজের বক্তব্য রেখেছিল।

এই কার্য্যশালায় যাওয়ার আগে কাইপাড়া গ্রামের কৃষকরা একটি সভায় মিলিত হয়ে ঠিক করেছিল কুদ্দুস আনসারী ফেডারেশনের তরফ থেকে কী বলবে এবং কী ভাবে বলবে ইত্যাদি। কৃষকেরা সবাই তখন বুঝতে পারলো ফেডারেশনের গুরুত্ব কতটা।

এই কার্য্যশালায় কুদ্দুস আনসারী ফেডারেশন দ্বারা মৎসসেবাকেন্দ্র স্থাপন করার প্রস্তাব দিয়েছিল। অনান্য জায়গায়ও মৎসসেবাকেন্দ্র খোলার প্রস্তাব পাওয়া গেল যেমন ঝাড়খণ্ড মৎসবিভাগ, রাঁচী, সিফা (ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা) এবং প: উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলায়। এই কার্য্যশালার পরে, স্ট্রীমের দুইজন সদস্য এবং একজন জি. ভি. টির সহকর্মী চারদিন ধরে কাইপাড়া গ্রাম পরিদর্শন করে ফেডারেশন, স্থানীয় ব্যাঙ্ক, সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থার অধিকারী বর্গদের সাথে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করলো। স্ট্রীম এবং এন আর এস পি ঠিক করলো কাইপাড়া গ্রামের ফেডারেশনের সভা আয়োজন করার, যাতে ফেডারেশন, ব্যাঙ্ক এবং অনান্য সংস্থার মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হবে। এই কার্য্যশালায় কুদ্দুস নিজের বক্তব্য রেখে বোঝাতে সফল হয়েছিল যে কিভাবে মৎসসেবাকেন্দ্র

ফেডরেশনের জেনরল বডি মিটিং

মাছচাষীদের জন্য লাভবান হবে। কৃষকেরাও বুঝতে পেরেছিল যে কিভাবে কম ঘোরাঘুরি করে মাছচাষ সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য, সরকারী নীতি এবং লঘু ঋণ সম্বন্ধে জানা যাবে। সাহায্যকারী সংস্থা দেখতে পেল কিভাবে তারা নিজেদের কাজকে আরো ভালোভাবে করতে পারবে। তার ঠিক এক মাস পরে, ফেডারেশনের কার্য্যকারী দল একটি প্রস্তাব পাশের দ্বারা কাইপাড়াতে মৎসসেবাকেন্দ্র খোলা ঠিক করলো।

এই সেবার দীর্ঘস্থায়ীতা এবং বিত্তসাহায্য

এই ফেডারেশনের প্রত্যেকটি দল শুরুতে ২০০০ টাকা করে দিয়ে ফেডারেশনে নিজের নাম নথীভূক্ত করলো। কাইপাড়ার মৎসসেবাকেন্দ্র দ্বারা অন্যতম একটি কাজ হচ্ছে মাছের চারা বিক্রয়। সেইসব মাছচাষী যাদের কাছে বর্ষার জলভরা পুকুর আছে তারা মাছের চারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই পুকুরে ছাড়াতে চায় কারণ জল শুকানোর আগে তারা ওই পুকুরের সমস্ত বড় মাছ ধরে বিক্রি করে দিতে চায় (বর্ষাকালের প্রারম্ভে বড়মাছ যোগান দেওয়া বাড়ানোর জন্য একটি নীতির সুপারিশ করা হয়েছিল এন আর এস পি স্ট্রীম প্রকল্পের সাহায্যে যা কিনা কৃষকদের কাছ থেকে পাওয়া গেছিল)।

২০০৪ এ প্রথমে দুটো পুকুর ফেডারেশনের তরফ থেকে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল যাতে চারাপোনা তৈরী করা হবে। এখান থেকে প্রায় ২৫,০০০ চারাপোনা আশেপাশের ৩ কি:মি: মতন দূরত্বে বিক্রি করা হলো এবং ফেডারেশনের সদস্যদের চারাপোনা কেনার ক্ষেত্রে বিক্রয়মূল্যে ছাড় দেওয়া হলো। প্রায় ২৪ কি: মি: দূর থেকে লোক এসে এখান থেকে চারাপোনা কিনতে আগ্রহী কিন্তু ফেডারেশন চারাপোনা যোগানোর ক্ষমতার সক্ষম কি না তা নিয়ে নিজেরাই দ্বিধাগ্রস্ত। কুদ্দুসের কথায় ''গুরুত্ব দেওয়া হয় ভালো জাতের চারাপোনা জোগান দেওয়ার স্তরটা বজায় রাখতে''। ফেডারেশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী স্থানীয় বাজারে চারাপোনার চহিদা প্রায় ১০,০০,০০০ কাছাকাছি এবং ফেডারেশনের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে মৎসসেবাকেন্দ্র থেকে এই চাহিদার অর্ধেক অংশ বাজারে যোগান দেওয়া।

কাইপাড়া মৎস্যসেবা কেন্দ্র

স্বসাহায্যকারী দলগুলিকে মাছচাষে উৎসাহিত করার জন্য এবং মৎসসেবাকেন্দ্রের দীর্ঘস্থায়ীতার জন্য পাশ্ববর্তী সালগাটি গ্রামের ছয়টি সম্পূর্ণ মহিলা দলকে সাহায্য করা হয় ১০টি পুকুরে বড়মাছ চাষ

করে বিক্রির জন্য। এই ব্যাবস্থায় লাভের ৫০ প্রতিশত পাবে মহিলাদল, ২৫ প্রতিশত পাবে পুকুরের মালিক এবং ২৫ প্রতিশত পাবে মৎসসেবাকেন্দ্র।

খবর সংগ্রহের এবং সরবরাহের একটি নতুন দিক

স্ট্রীমের সদস্য এবং জি ভি টির সহকর্মী যারা একসাথে ২০০৪ এ কাইপাড়ার মৎসসেবাকেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়েছিল, সেখানে ফেডারেশনের দ্বিমাসিক নিয়মিত মিটিংএ অংশগ্রহণের সাথে মৎসসেবাকেন্দ্রে নিজেদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—মৎসসেবাকেন্দ্র সূচনা সেবা দ্বারা, যেখানে স্থানীয় ভাষায় খবর পওয়া যাবে, ভিডিও, পথনাটিকা এবং দেশবিদেশের গল্পসহ স্ট্রীম পত্রিকার স্থানীয় সংস্করণ দ্বারা।

স্ট্রীম ইনিশিয়েটিভ এবং ডি এফ আই ডি-এন আর এস পির সাহায্যে, সরকারী সাহায্যে কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী সেবার এক নতুন দিক হচ্ছে মৎসসেবাকেন্দ্র যেমন একটি আছে কাইপাড়ায়, অন্যটি ঝাড়খণ্ডে এবং উড়িষ্যায় শীঘ্রই খোলা হবে।

স্বসাহায্যকারী দলের ফেডারেশন এবং তাদের মৎসসেবাকেন্দ্র হচ্ছে খবর সংগ্রহের এবং সরবরাহের একটি নতুন দিক যেখানে কৃষকেরা দলবদ্ধ হয়, বিভিন্ন সংযোগ এবং স্থানীয় সেবার উন্নতি সাধন হয় যা অনান্য লোকেদের কাজে লাগে। এটাই, যা লোকেরা চেয়েছিল, সরকারের প্রধান চেষ্টা, কৃষকদের এবং মৎস্যকৃষকদের উদ্যোগ, একটি নতুন দিক খবর সংগ্রহ এবং সরবরাহের জন্য এবং এটা বাস্তবায়ীত হচ্ছে। কুদ্দুসের বক্তব্যে ''আগে কেউ আসতো না, এখন লোক আসা শুরু করেছে''।

''সামাজিক সম্পদ গঠনের'' বিষয়ে আরো বিশদভাবে জানতে হলে যোগাযোগ করুণ ইষ্টার্ন ইণ্ডিয়া রেনফেড ফার্মিং প্রজেক্ট অথবা গ্রামীণ বিকাশ ট্রাষ্ট (অমর প্রসাদ, সি. ই. ও., অথবা জে এস গঙ্গয়ার, এডিশনাল (অতিরিক্ত) সি. ই. ও. জি ভি টি নয়ডা অফিস) অথবা ভিরেন্দ্র কুমার ভিজ, প্রজেক্ট ম্যানেজার, জি ভি টি, রাঁচী, ঝাড়খণ্ড।

কাইপাড়ায় মাছচাষ সম্বন্ধে আরো বিশদভাবে জানতে হলে যোগাযোগ করুন ডি এফ আই ডির ন্যাচারাল রিসোর্স সিষ্টেম প্রোগ্রাম। মেলিনি ফেলসিং, গ্রাহাম হেলর, গৌতম দত্ত, ব্রজেন্দ্র কুমার, স্মিতা সোয়েতা, এ নটরাজন, গুলশন অরোরা এবং ভিরেন্দ্র সিং এর লেখা (২০০৩) পূর্ব ভারতে মরসুমী পুকুরে মাছের উৎপাদনের উপর একটি প্রকাশনা পড়তে পারেন এশিয়ান ফিশারি সায়েন্স এ এবং ভিডিও দেখতে পারেন ''দ্য পণ্ড অফ দ্য লিট্‌ল ফিশেশ''। দুটিই আপনি পেতে পারেন www. streaminitiative. org.

মৎসসেবাকেন্দ্র সূচনা সেবা সম্বন্ধে জানতে হলে যোগাযোগ করুন রুবু মুখার্জী, সঞ্চার কেন্দ্র প্রবন্ধক, ষ্ট্রীম ভারতবর্ষ। যোগাযোগের ঠিকানা streamindia@sancharnet.in

কাইপাড়ায় মৎসসেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিম্নলিখিত স্বসাহায্যকারী দল দ্বারা—

শ্রীমতি অলোকা মাহাতো, গোসাইডি মধ্যপাড়া গ্রাম উন্নয়ণ মহিলা সমিতি; শ্রীমতি পূর্ণিমা সারঙ্গি, ভেগারি মহিলা সমিতি; শ্রীমতি উর্মিলা টুডু, শালগাটি বিধু চন্দন মহিলা সমিতি; শ্রীমতি আলপনা মাহাতো, ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি; শ্রীমতি উর্মিলা টুডু, সিধুকানহু মহিলা সমিতি; শ্রী সত্য মাহাতো, রঘুনাথপুর মহিলা সমিতি; শ্রীমতি জিলাপি কালিন্দী, কাইপাড়া মহিলা সমিতি; শ্রী নিধিরাম মাহাতো, কাইপাড়া কিশোর সঙ্ঘ; শ্রীমতি আরতি মাহাতো, ভবানীপুর মহিলা সমিতি; শ্রীমতি পুষ্প মাহাতো, বামু মহিলা সমিতি; শ্রী মনোরঞ্জন মাহাতো, গোঁসাইপুয়া মিলন সঙ্ঘ; শ্রীমতি মমতা মাহাতো, গোঁসাইপুয়া মিলন সমিতি; শ্রী কুদ্দুস আনসারী, খোয়াডি নব দীপ্তি সঙ্ঘ; শ্রীমতি বেলা মাহাতো, শুকরহুটু মা তারা মহিলা সমিতি; শ্রীমতি হিমানি মাহাতো, শুকরহুটু মা তারা মহিলা সঙ্ঘ; শ্রী চক্রধর মাহাতো, খ্যামারটাঁড় নব তরুণ সঙ্ঘ; শ্রীমতি মানবালা মাহাতো, খ্যামারটাঁড় মহিলা সমিতি; শ্রী সুর্মালি আনসারি, পলমা সবুজ সঙ্ঘ; শ্রীমতি নির্মলা মুর্ম্মু, শালগাটি মহিলা সঙ্ঘ।